ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪৮২
আগরতলা,২২ আগস্ট,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

''স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবস্থাপনায় চিকিৎসায় ভরসা হারাচ্ছেন মানুষ,'' এই শিরোনামে গত ১৪ আগস্ট,২০২৫ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে, দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের পক্ষ থেকে তৈরি করা একটি রিপোর্ট উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের মাধ্যমে দপ্তরে প্রেরিত হয়। উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টীকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দু'জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে একদিন অন্তর অন্তর অনুপস্থিতির যে অভিযোগ সংবাদপত্রে উত্থাপন করা হয়েছে, তা অসত্য ও বিভ্রান্তিকর। দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারের অ্যাটেনডেন্স শিট অনুসারে উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাঃ সন্তোষ চাকমা এবং ডাঃ মোমি রিয়াং নিয়মিতভাবে কর্মস্থলে উপস্থিত রয়েছেন।দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক হিসেবে তাঁকে বিভিন্ন সভা, স্বাস্থ্য শিবির ও অন্যান্য সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নিতে হয়। একইভাবে, ডাঃ মোমি রিয়াং-ও স্বাস্থ্য শিবির এবং অন্যান্য সরকারি কর্মসূচিতে অংশ নেন। তাই কখনো কখনো তাঁদের কর্মস্থল ত্যাগ করতে হয়, তবে ওই সময়কালে একজন মেডিক্যাল অফিসার স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে থাকেন। তারা উভয়ে মিলে উক্ত হাসপাতালে ২৪×৭ স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে থাকেন। এজন্য তাঁদের জন্য অনবরত রাত্রিকালীন শিফট পালন করা সম্ভব হচ্ছে না, তাঁরা রাত্রিকালীন শিফট সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ভাগ করে নিয়েছেন। দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীন ওষুধসমূহ নিজস্বভাবে ক্রয় করে না। এসব ওষুধ উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতাল (ধর্মনগর) কর্তৃক গৃহীত টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আয়ুষ্মান কার্ডপ্রাপ্ত রোগীদের পাশাপাশি যারা কার্ডপ্রাপ্ত নন, এমন রোগীরাও উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে ওষুধ পাচ্ছেন। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে সাধারণ জনগণ সর্বোত্তম পরিষেবা পাচ্ছেন।

*****